যায়যায়দিন

তারিখ 4 SEP 2012
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

বুয়েট উপ-উপাচার্যকে অপসারণের সিদ্ধান্ত

রক্তঢালা প্রতিবাদের পর আজ ক্লাস শুরু হতে পারে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

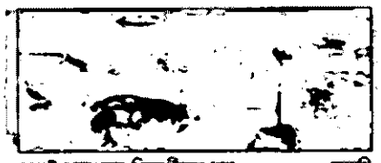

বুয়েট ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের রক্ত -যায়যায়দিন

বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে শরীরের রক্ত ঢেলে এবং প্রতিবাদী চিত্র এঁকে অভিনব প্রতিবাদ জানিয়েছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। পরে ওই রক্ত উপাচার্যের কার্যালয়ের সিঁড়িতে ঢেলে দেন তারা। এর আগে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সামনে দীর্ঘ লাইন ধরে সিরিঞ্জের মাধ্যমে রক্ত সংগ্রহ করেন। পরে তাদের পদত্যাগের দাবিতে দুপুর দেড়টার দিকে রাজধানীর পলাশী মোড় অবরোধ করে অবস্থান ধর্মঘট ও প্রতিবাদী চিত্র আঁকেন বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা। এ সময় নীলক্ষেত ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ আশপাশের সব এলাকায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে শিক্ষা সচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীর আশ্বাসে তারা ধর্মঘট স্থগিত করেন।

পরে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সঙ্গে শিক্ষক সমিতির নেতাদের রাত ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত দুই ঘণ্টার বৈঠকে বুয়েট উপ-উপাচার্যের অপসারণ এবং মামলা প্রত্যাহারের আশ্বাসে শিক্ষকরা আজ থেকে ক্লাসে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানান।

জানা গেছে, সোমবার ছিল ঈদ-পরবর্তী আন্দোলনের তৃতীয় দিন। রোববার রাত থেকে অবস্থান করায় গতকাল সকাল থেকেই আন্দোলনকারীদের ভিড় জমতে থাকে পুরকৌশল ভবনের সামনে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বয়ে

সিদ্ধান্ত : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

সিদ্ধান্ত : বুয়েট

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

উপস্থিত হন কয়েক হাজার আন্দোলনকারী। তারা উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যবিরোধী বিক্ষোভ ও স্লোগান দিতে থাকেন। পরে সকাল সাড়ে ১১টার দিকে লাগাতার আন্দোলনের অংশ হিসেবে সংবাদ সম্মেলন করেন আন্দোলনকারীরা। 'বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের' ব্যানারে এ কর্মসূচি পালন করেন তারা। সংবাদ সম্মেলনে কেমিক্যাল প্রকৌশল বিভাগের শিক্ষার্থী আহসানুল কবির সুমন বলেন, বুয়েটের স্বার্থরক্ষা করার জন্যই তারা আন্দোলনে নেমেছেন। যতদিন পর্যন্ত দাবি আদায় না হবে, ততদিন পর্যন্ত ক্লাসে ফিরে যাবেন না তারা।

তিনি বলেন, গত রোববার সারাদিন অবস্থান করেও তারা উপাচার্যের সাক্ষাৎ পাননি। কিন্তু রাতের বেলায় হঠাৎ করেই শিক্ষকদের নামে মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দায়ের করা হয়েছে। তারা এর তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানাচ্ছেন। তিনি বলেন, এই ভিসি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্তপাত করে পালিয়ে এসেছেন। তিনি কি এখানেও রক্ত পান করতে চান? বুয়েটে রক্তের জন্য ক্যান্সার বাহিনী লেলিয়ে দেয়ার দরকার নেই। আমরা স্বেচ্ছায় নিজেদের শরীর থেকে রক্ত দেব। তারপরও আপনি বুয়েট ছেড়ে চলে যান। তিনি আরো বলেন, ছাত্রলীগ লেলিয়ে দিয়ে উপাচার্য প্রমাণ করেছেন, তিনি সহিংসতা চান। কিন্তু তারা শিক্ষার্থীরা সহিংসতা চান না। আগের মতো অহিংসভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। সুমন বলেন, তারা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এ জন্যই দীর্ঘ পাঁচ মাসের আন্দোলনে কখনো ভাংচুর কিংবা অগ্নিসংযোগ করেননি। কিন্তু তাদের জীবন থেকে যে কয়টি মাস চলে গেছে, তার দায়ভার কে নেবে? শিক্ষার্থীরা অবিলম্বে উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের অপসারণ ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানান।

শিক্ষার্থীদের সংবাদ সম্মেলন শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজারো শিক্ষার্থী ও শিক্ষক পুরকৌশল ভবনের সামনে অবস্থান নেন। পরে সিরিঞ্জ দিয়ে নিজেদের শরীর থেকে রক্ত বের করে পাত্রে জমা করেন তারা। দীর্ঘ লাইন ধরে শত শত শিক্ষার্থী 'স্বেচ্ছায় রক্তপাত' করেন। এ সময় 'বুয়েটে সন্ত্রাসী কেন?, পুলিশ দিয়ে আন্দোলন, বন্ধ করা যাবে না, রক্ত দিয়েছি, আরো দেব রক্ত, ভিসি হটাও, বুয়েট বাঁচাও, দলীয় ভিসির পতন চাই, গদি ধরে মারো টান, ভিসি হবে খান খান, অপসারণ চাই, অপসারণ ছাড়া উপায় নাই' সহ উপাচার্যবিরোধী বিভিন্ন ধরনের স্লোগান তোলেন তারা। রক্তপাত কর্মসূচি শেষে বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেন তারা। আদালতের নিষেধাজ্ঞার কথা বলে মাইক ব্যবহারে আপত্তি জানায় পুলিশ। পরে মাইক ছাড়াই বিক্ষোভ মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনসহ ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। বিক্ষোভ সমাবেশ শেষে কয়েক বোতল রক্ত উপাচার্যের কার্যালয়ের সিঁড়িতে ঢেলে দেয় বিক্ষুব্ধ আন্দোলনকারীরা।

পলাশী মোড় অবরোধ : ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল শেষে উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে রাস্তায় নেমে আসেন আন্দোলনকারীরা। পরে তারা চারপাশের রাস্তা অবরোধ করে অবস্থান নেন পলাশী মোড়ে। দুপুর দেড়টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত অবস্থান করায় লালবাগ, নীলক্ষেত, আজিমপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সৃষ্টি হয় তীব্র যানজট। উপাচার্যের পদত্যাগ চেয়ে রাস্তায় প্রতিবাদী চিত্র অঙ্কন করেন তারা। মোড়জুড়ে লেখা হয় 'সেভ বুয়েট, রিমুভ ভিসি অ্যান্ড প্রো-ভিসি'।

শিক্ষক সমিতির দাবি : উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের পদত্যাগের আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দায়ের করা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে শিক্ষক সমিতি। সোমবার পুরকৌশল বিভাগের দ্বিতীয় তলায় সংবাদ সম্মেলন করে এ দাবি জানানো হয়। এছাড়াও শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে ঘৃণ্য এ কাজের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছেন তারা। সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. আশরাফুল ইসলাম বলেন, তারা দুই অযোগ্য ও অবিবেচক ব্যক্তির পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন করছেন। একই সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন। তিনি বুয়েটের পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে সরকারের নীতি-নির্ধারকদের প্রতি আহ্বান জানান। এ সময় অন্যদের মধ্যে শিক্ষক সমিতির সহ-সভাপতি মাকসুদ হেলালী, অধ্যাপক বদরুজ্জোহা, কোষাধ্যক্ষ আতাউর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষক সমিতির কোষাধ্যক্ষ আতাউর রহমান বলেন, শিক্ষক সমিতির সঙ্গে শিক্ষা সচিবের বৈঠক হয়েছে। তিনি মামলা প্রত্যাহারের বিষয়ে তাদের আশ্বস্ত করেছেন। ভাংচুর ও চুরির বিষয়ে তিনি বলেন, বুয়েট শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের এত অধঃপতন হয়নি যে, তারা মাত্র ৩ লাখ টাকা চুরি করবে। উপরন্তু সরকারি কর্মচারী হিসেবে উপাচার্য এত টাকা কোথায় পেয়েছেন-সেটা প্রশ্ন হতে পারে। মামলার বিষয়ে তিনি বলেন, তাদের সবাইকে মামলা দিয়ে জেলে নিয়ে যাক। তবুও আন্দোলন চলবে। তিনি উপাচার্যের ঘৃণ্য মন্তব্যের প্রতিবাদ জানান।

উল্লেখ্য, বুধবার রাতে সহকারী রেজিস্ট্রার (নিরাপত্তা) গোলাম কুদ্দুস খান উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের কক্ষে হামলা, ভাংচুর ও চুরির অভিযোগ এনে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) আন্দোলনরত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে দুটি মামলা দায়ের করেন। দুই মামলায় মোট ৪৯ জন শিক্ষক-শিক্ষার্থীর নাম উল্লেখ করে আরো ৫০ জনকে অজ্ঞাতনামা দেখিয়ে আসামি করা হয়েছে। প্রথম মামলায় আসামি করা হয়েছে ২০ শিক্ষক ও ৫ শিক্ষার্থীকে। দ্বিতীয় মামলায় আসামির তালিকায় ১৯ শিক্ষক ও ৫ শিক্ষার্থীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

পরে গতকাল বিকালে শিক্ষা সচিব কামাল আবদুল নাসেরের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলন কর্মসূচি স্থগিত করেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থী সুদীপ্ত সাহা জানান, শিক্ষা সচিবের সঙ্গে তাদের শিক্ষকদের কথা হয়েছে। সচিব মামলা প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কাউকে অযথা হয়রানি করা হবে না বলেও আশ্বাস দিয়েছেন। তাই সচিবের ওপর আস্থা রেখে কর্মসূচি স্থগিত করা হয়েছে। মঙ্গলবার বেলা ১১টা থেকে আবার আন্দোলন চলবে।

এদিকে ঈদের পর বিশ্ববিদ্যালয় খুললেও এখনো কোনো ক্লাস হয়নি। ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ঈদের আগে তারা ক্যাম্পাসের মূল ফটকের বাইরে অবস্থান করলেও সোমবার উপাচার্য অফিস ও ক্যাফেটেরিয়াসহ পুরো ক্যাম্পাসে অবস্থান নিয়েছে। রমনা জোনের উপ-কমিশনার নুরুল ইসলাম বলেন, আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকায় তারা ক্যাম্পাসে অবস্থান নিয়েছেন। তবে আন্দোলনে কোনো ধরনের বাধা দেয়া হচ্ছে না।

এদিকে উচ্চ আদালতের রুলের পরিপ্রেক্ষিতে অবিলম্বে ভর্তি কার্যক্রম শুরুর প্রক্রিয়া আবারো পিছিয়েছে। সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কমিটির নির্ধারিত বৈঠক থাকলেও তা স্থগিত করা হয়েছে। এর আগেও দুবার একাডেমিক কমিটির বৈঠক স্থগিত করা হয়। এ নিয়ে নতুন শিক্ষাবর্ষের ভর্তি নিয়ে শঙ্কায় ভুগছেন ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা।

ভিসি ও প্রো-ভিসির বিরুদ্ধে উঠা ১৬টি অভিযোগের ভিত্তিতে গত ৭ এপ্রিল থেকে কর্মবিরতি শুরু করে বুয়েট শিক্ষক সমিতি। ৩১ মার্চ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সভায় ভিসি ও প্রো-ভিসিকে পদত্যাগের জন্য সময় বেঁধে দেয় শিক্ষক সমিতি। এরপর বিভিন্ন আশ্বাসে আন্দোলন স্থগিত করেছে শিক্ষক সমিতি। কিন্তু এতেও দাবি পূরণ হওয়ায় দ্বিতীয়বারের মতো ৭ জুলাই থেকে প্রতীকী কর্মবিরতি পালন করেন তারা। কিন্তু ১০ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আকস্মিকভাবে ১১ জুলাই থেকে ৪৪ দিনের জন্য বুয়েট বন্ধ ঘোষণা করে। ১১ জুলাই দাবির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে একযোগে পদত্যাগ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পদে থাকা ২৪ শিক্ষক। এরপর ১৪ আগস্ট আদালত 'আন্দোলন কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না' রুল জারি করলে আন্দোলনের নতুন কোনো কর্মসূচি দেয়নি শিক্ষক সমিতি।